Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 164 - 169
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 164 - 169
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

শামীম রেজার কবিতায় বিপন্ন গাছের কথা

অভিষেক মণ্ডল
গবেষক
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : abhishek.mondal13111987@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword

Abstract

Discussion

গাছ, প্রাণী ও মানুষের সুস্থ স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার দরকারি পারিপার্শ্বিক অবস্থা হল পরিবেশ। এই পরিবেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদানগুলির মধ্যে গাছের প্রত্যক্ষ ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের নয়ের দশকের কবি শামীম রেজার কবিতায় গাছের কথা এসেছে বারবার। কবি শামীম লেখেন –

> “আমাকে অতদূর ব্রহ্মাণ্ডের ইসকুলে/ খুঁজতে যেও না প্রিয়তমা, বৃক্ষের পাঁজরে লেখা আছে/ আমার আপন ঠিকানা।”[১]

গাছ শামীমের বন্ধু-আত্মীয়। গাছের কাছে গেলে কবি শামীমের মন অপার প্রশান্তিতে ভরে ওঠে। গাছের মৃত্যু তাঁর কাছে প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যাথার সমান। কবি নিজেকে বলেন –

> “নিঃসঙ্গ শিশুবৃক্ষ আমি।”[২]

আসলে কবির আত্মার আত্মীয় গাছ। এই গাছের কাছে সভ্যতার যে ঋণ তা পরিশোধ হবার নয়। গাছ মায়ের মতো আমাদের জীবনকে আগলে রাখে। গাছের প্রতি গভীর ভালোবাসা থেকেই কবি শামীম রেজা বারবার গাছ হয়ে জন্মাতে চান –

> “কতবার ভেবেছি উদ্ভিদজন্ম হতো যদি, তোমার জলে,/ অবগাহন শেষে পুনঃপুনঃ জন্ম নিত কবি।”[৩]

আমাদের অনেকেরই মনে আছে রবীন্দ্রনাথের বলাই গল্পের কথা। বলাই গল্পের বলাই ও কবি শামীম রেজার গাছের প্রতি ভালোবাসা আমাদের মুগ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায় - ‘কেউ গাছের ফুল তোলে এইটে ওর বড়ো বাজে। আর-কারও কাছে ওর এই সংকোচের কোনো মানে নেই, এটাও সে বুঝেছে। এই জন্যে ব্যথাটা লুকোতে চেষ্টা করে। ওর বয়সের

ছেলেগুলো গাছে ঢিল মেরে মেরে আম্‌লকী পাড়ে; ও কিছু বলতে পারে না, সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। ওর সঙ্গীরা ওকে খ্যাপাবার জন্যে বাগানের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে ছড়ি দিয়ে দু-পাশের গাছগুলোকে মারতে মারতে চলে, ফস্‌ করে বকুলগাছের একটা ডাল ভেঙে নেয়-ওর কাঁদতে লজ্জা করে, পাছে সেটাকে কেউ পাগলামি মনে করে। ওর সব চেয়ে বিপদের দিন, যেদিন ঘাসিয়াড়া ঘাস কাটতে আসে। কেননা, ঘাসের ভিতরে ভিতরে ও প্রত্যহ দেখে দেখে, বেড়িয়েছে— এতটুকু-টুকু লতা, বেগনি হল্‌দে নামহারা ফুল, অতি ছোট ছোট, ফুলের বুকের মাঝখানটিতে ছোট্ট একটুখানি সোনার ফোঁটা; বেড়ার কাছে কাছে কোথাও বা কালমেঘের লতা, কোথাও বা অনন্তমূল, পাখিতে - খাওয়া নিম ফলের বিচি প'ড়ে ছোট ছোট চারা বেরিয়েছে, কী সুন্দর তার পাতা- সমস্তই নিষ্ঠুর নিড়নি দিয়ে দিয়ে নিড়িয়ে ফেলা হয়। তারা বাগানের শৌখিন গাছ নয়, তাদের নালিশ শোনবার কেউ নেই। এক-একদিন ওর কাকির কোলে এসে ব'সে তার গলা জড়িয়ে বলে, ‘ঐ ঘাসিয়াড়াকে বলো-না, আমার ঐ গাছগুলো যেন না কাটে,’ কাকি বলে, ‘বলাই, কী যে পাগলের মতো বকিস্‌। ও যে সব জঙ্গল, সাফ না করলে চলবে কেন।’

> “বলাই অনেক দিন থেকে বুঝতে পেরেছিল, কতকগুলো ব্যথা আছে যা পেরেছিল সম্পূর্ণ ওর একলারই- ওর চারি দিকের লোকের মধ্যে তার কোনো সাড়া নেই।”[৪]

রবীন্দ্রনাথ ‘ছিন্নপত্রাবলী’র ৭৪ সংখ্যক পত্রে লিখেছেন -

> “...আমি বেশ মনে করতে পারি বহু যুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করেছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলছে এবং অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলেছে। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সমস্ত সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলুম, একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্‌গত হত। যখন ঘনঘটা করে বর্ষার মেঘ উঠত তখন তার ঘনশ্যাম ছায়া আমার সমস্ত পল্লবকে একটি পরিচিত করতলের মতো স্পর্শ করত তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে।”[৫]

স্মরণে আসছে আবুল বাশারের ‘মাধবসুন্দরী’ উপন্যাসে আদিত্যের গাছের প্রতি ভালোবাসার কথা। এই উপন্যাসের কাহিনি: মহিতোষের সাথে নির্মলার বিবাহ ঠিক হয়। মহিতোষের বাবার দাবি-মতো সোনার হার কেনার টাকা ‘মাধবসুন্দরী’ নামের চারপুরুষের গাছ বিক্রি করে নির্মলার বাবা সংগ্রহ করতে চায়। কিন্তু নির্মলা ও তার মা তাদের এই গাছটি বিক্রি করতে চান না। শোনা যায় আদিত্য - বংশের ‘মাধবসুন্দরী’ নামে কোনো নারী এই গাছটি রোপণ করেছিলেন। সেই থেকে এই গাছের নাম হয় - ‘মাধবসুন্দরী’। আদিত্যের মায়ের মতো এই গাছ। আদিত্য চায় না এই গাছ বিক্রি হোক। এই গাছের ডালে ডালে পাখির কলতান তাকে মুগ্ধ করে। এই গাছে গায়ে বাঁশের মাচা বেঁধে আদিত্য দোকান করেছে, বাপ-মা মরা ছেলে আদিত্য নিজের শেষ সম্বল দুই বিঘা জমি বিক্রি করে, সেই টাকায় গাছটিকে রক্ষা করে। নির্মলা বুঝতে পারে আদিত্য তার জমি মহিতোষ বাবুর বাবার কাছে বিক্রি করেছে। অর্থলোভী ভাবি শ্বশুরকে নির্মলা জানিয়ে দেন - তাঁর ছেলেকে বিবাহ করবেন না। আদিত্যের দোকান থেকে নির্মলা সিঁদুর ও পুথির মালা সংগ্রহ করে এবং আদিত্যকেই বিয়ে করে। নির্মলা উপলব্ধি করে— যে ছেলে গাছকে ভালোবাসে প্রকৃতিকে ভালোবাসে, সে তাকেও সুখে রাখবে।

কবি শামীম রেজা ও আবুল বাশারের প্রার্থনা-আর্তি একই : গাছ বেঁচে থাকুক, গাছ নিধন বন্ধ হোক। কিন্তু এযুগের মানুষ গাছ-ধ্বংসের মাধ্যমেই এগিয়ে চলেছে আধুনিকতার মরণ পথে। কবি শামীম এযুগের মানুষের বন-উজাড়, উৎসব দেখে গভীর ব্যথায় লেখেন -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 164 - 169
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> ১. “নিবু নিবু বৃক্ষরা নিঃশ্বাস নেয়, জানায় বেঁচে থাকার উপস্থিতি, কাকে জানায়?”[৬]
>
> ২. “হে জৈতুন বৃক্ষ, তুমি তোমার শরীর খোল পিছনেই/ আততায়ীর তীর, লক্ষ স্থির-জৈতুন বৃক্ষ আমার কথা/ শুনলো, আর আগলে নিল তার আপন অন্দরে যেন/ প্রকৃত মা আমার, কিন্তু সার্থান্ধ জীবগুলা গাছটাকে টুকরা/ টুকরা করে ফেললো-আর আমি সেই থেইকা-কাঠের/ ভিতর জাইগা আছি- অসীম ক্ষমায়, আমৃত্যু তোমাদের/ গৃহে, গৃহের অন্তরে, অন্দরে।”[৭]

এই স্বার্থান্ধ মানুষদের সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -

> “মানুষ গৃধ্নভাবে প্রকৃতির দানকে গ্রহণ করেছে। তার ফলে আবার মরুভূমিকে ফিরিয়ে আনবার উদ্যোগ হয়েছে। ভূমির ক্রমিক ক্ষয়ে এই-যে বোলপুর ডাঙার কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে, বিনাশ অগ্রসর হয়ে এসেছে - এক সময়ে এর এমন দশা ছিল না, এখানে ছিল— অরণ্য— সে পৃথিবীকে রক্ষা করেছে ধ্বংসের হাত থেকে, তার ফলমূল খেয়ে মানুষ বেঁচেছে। সেই অরণ্য নষ্ট হওয়ায় এখন বিপদ আসন্ন। তাই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে আবার আমাদের আহ্বান করতে হবে সেই বরদাত্রী বনলক্ষ্মীকে— আবার তিনি রক্ষা করুণ এই ভূমিকে, দিন্ তাঁর ফল, দিন্ তাঁর ছোঁয়া।”[৮]

শকুনের মতো প্রকৃতিকে গ্রহণ না করে, প্রকৃতিকে বন্ধুর মতো প্রিয়জনের মতো গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু এযুগের মানুষ নিজের ভালো নিজে বুঝতে চায় না। আর তাই ঘটে চলে নির্বিচারে গাছ-নিধন উৎসব। এই ব্যভিচার দেখে কবি শামীম রেজা লেখেন -

> “শুধু পাতারা বুঝেছে বিশ্বস্ত আঁধার যদিও কালো/প্রতারক আলোর চেয়ে তবু ঢের ভালো।”[৯]

একথা স্বীকার করতেই হয়, গাছের উপরে আমাদের জীবন বহু বহু ভাবে নির্ভরশীল। যেমন —

১. উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষের সাহায্যে বায়ু থেকে কার্বনডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে সম-অনু অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলে পরিত্যাগ করে। ফলে পরিবেশের মধ্যে অক্সিজেনের নিয়মিত যোগান পাওয়া যায়। এই কারনে গাছ ধ্বংস হলে প্রাণীজগতের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
২. সবুজ উদ্ভিদ শিকড়ের সাহায্যে মাটি থেকে জল শোষণ করে পাতার মেসোফিল কলায় পাঠায়। অন্যদিকে, গাছ পাতার মাধ্যমে কার্বনডাই-অক্সাইড গ্যাস শোষণ করে মেসোফিল কলায় পাঠিয়ে দেয়। সূর্য্যলোকের উপস্থিতিতে মেসোফিল কলার কোশগুলিতে এই জলও কার্বনডাই-অক্সাইড ক্লোরোফিলের সাহায্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে পাতার কোষে শর্করা জাতীয় খাদ্য, গ্লুকোজ তৈরি করে। এই খাদ্য যেমন উদ্ভিদ নিজে গ্রহণ করে, তেমনি ‘সমস্ত প্রাণীজগৎ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই খাদ্য গ্রহণ করে জীবনধারণ করে। মানুষ ও তৃণভোজী প্রাণী গাছপালার বিভিন্ন অংশ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। যেমন— শাক-সবজি, ধান, গম, ভুট্টা, আলু মুলো, ছোলা, মটর ইত্যাদি, মাংসাশী প্রাণীরা তৃণভোজী প্রাণীদের খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে এবং উদ্ভিদের রাসায়নিক শক্তি তৃণভোজী প্রাণীদের মাধ্যমে মাংসাশী প্রাণীর দেহে সঞ্চারিত হয়।’
৩. গাছ-বনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল— জলচক্র, কার্বন চক্র, নাইট্রোজেন চক্র এবং অক্সিজেন চক্র জীবনের এই চার চক্রকে সক্রিয় রাখা। প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে উদ্ভিদ এবং প্রাণীদেহের মাধ্যমে এই চক্র ক্রিয়াশীল থাকে। এই চক্র ক্রীয়াশীল না থাকলে ঘটে যাবে বিপর্যয়। গাছ-পালা এই চক্রগুলিকে সক্রিয় রাখতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়।
৪. কার্বনডাই-অক্সাইড, মিথেন, ক্লোরোফ্লুরো-কার্বন, জলীয় বাষ্প, নাইট্রাস অক্সাইড, ওজোন প্রভৃতি গ্রীন হাউস গ্যাস গুলির তাপ ধরে রাখার ক্ষমতা আছে। সুতরাং এই গ্যাস গুলির ঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে তাদের তাপ ধরে রাখার প্রবণতাও বাড়ে। ফলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বাড়ে। বেশি পরিমাণে গাছ-বন ধ্বংসের ফলে কার্বনডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গেছে এবং,

সারা পৃথিবীতে গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। জীবের শসনের ফলে যে কার্বনডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়, তা গাছ গ্রহণ করে এবং আমাদের প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের যোগান দেয়। ফলে উদ্ভিদ ও প্রাণীর পরস্পরের আদান-প্রদানে প্রকৃতির ভারসাম্য স্বাভাবিক থাকে। কিন্তু প্রতিনিয়ত বনভূমি ধ্বংসের ফলে, সেই ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে।

৫. গাছ বৃষ্টিপাত ঘটাতে সাহাজ্য করে।

৬. গাছের-বনভূমির বড়ো কাজ হল ভূমিক্ষয় রোধ করা।

৭. জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গের আশ্রয়ভূমি বন। এই বন ধ্বংস হলে বনের প্রাণীরা তাদের জীবন রক্ষা করতে পারবেনা। ফলে জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়ে যাবে।

৮. গাছ ছায়া দানের মাধ্যমে প্রাণিজগতের উপকার করে।

৯. গাছের চওড়া পাতা শব্দ তরঙ্গকে বেশকিছুটা প্রতিহত করতে পারে। সেজন্য হাসপাতাল, বিদ্যালয়, কারখানার চারপাশে চওড়া পাতার গাছ ঘন করে রোপন করা দরকার।

১০. বন থেকেই বেত, বাঁশ, ধুনা, রেজিন, রবার, উদ্ভিদজাত রং, বনৌষধি, শালপাতা, কেন্দুপাতা, ফল, শাক-সব্জি, মহুয়া, মধু, ফুল, তেল উৎপাদনক্ষম বীজ, তসরগুটি, জ্বালানি, ইত্যাদি নানান জিনিস পাওয়া যায়।

১১. পরিণত গাছের কাঠ থেকে আসবাপ তৈরি হয়।

১২. গাছের শোভা মানুষকে মুগ্ধ করে। মানুষের মনে, অপার প্রশান্তি দান করে।

১৩. গাছ কাটার ফলে— তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য সালোকসংশ্লেষের হার বাড়বে। এর ফলে কৃষিজ পণ্যের মধ্যে ধান, গম, তুলো, পাট, সয়াবিন, ওট, বার্লি, তামাক-এর উৎপাদন হ্রাস পাবে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

১৪. উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য বনভূমি ধ্বংস হবে। অনেক বিরল প্রজাতির গাছ নিশ্চিহ্ন হবে। উপকূলবর্তী এলাকায় বাদাবন বা ম্যানগ্রোভ অরণ্যের অপূরণীয় ক্ষতি হবে।

১৫. তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য— হৃদরোগ, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, ভাইরাল এনকেফেলাইটিস, ফাইলেরিয়া পীত্বজ্বর প্রভৃতি রোগের বিশ্বব্যাপী প্রকোপ বাড়বে।

১৬. তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য বাস্তুতন্ত্র ও সমগ্র জীবজগতের অপূরণীয় ক্ষতি হবে।

১৭. পৃথিবীর গড় উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে মেরু অঞ্চলে থাকা বরফ আরও বেশি করে গলবে। এবং ঐ বরফ-গলা জল সমুদ্রজলে যুক্ত হয়ে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি করবে। বিভিন্ন কলকারখানার দূষিত গ্যাস, বর্জ্য, রাসায়নি উপাদান এখনই নিয়ন্ত্রণ করা উচিত ও বনধ্বংস বন্ধ করে, নতুন গাছ রোপণের মাধ্যমে বিশ্ব উষ্ণায়নকে প্রতিরোধ করা দরকার।

১৮. বনভূমি ধ্বংসের ফলে বৃষ্টিপাত কমে ও খরা দেখা দেয়। মনে পড়ছে লোক কবি ঘনশ্যাম রাতুরির কথা। ভারতের তেহরি গাড়োয়াল অঞ্চলের পার্বত্য গ্রাম গোপেশ্বর। এই গ্রামে গাছ কাটাকে প্রতিবাদ জানিয়ে স্থানীয় মানুষরা আন্দোলন গড়ে তুললেন। আর লোককবি ঘনশ্যাম রাতুরি কবিতা লিখলেন গাছকে জড়িয়ে ধরতে আহ্বান জানিয়ে। সে কবিতা ছড়িয়ে পড়লো মুখে মুখে। সেই কবিতার একটি শব্দ ছিল ‘চিপকো’। গাড়োয়ালি এই কথার অর্থ জড়িয়ে ধরা। সেই শব্দ থেকে এই আন্দোলনের নাম হয়ে গেল ‘চিপকো’ আন্দোলন। এই আন্দোলনের চাপে ব্যবসায়ীরা গাছ কাটার পরিকল্পনা ত্যাগ করে। কবি শামীম রেজা ও কবি ঘনশ্যাম রাতুরির প্রার্থনা অভিন্ন।

কবি শামীম লেখেন -

> ১. “প্রিয়বাবলাবন প্রণম্য তুমি...”[১০]
>
> ২. “কতটা সময় পার হলে, মানুষ মানুষ হবে.../ হবে নিমগাছ...বর্ণিল বনায়ন/ চারদিকে উড়ে ঢোলকলমির বিবর্ণফুল... হাওয়ায় ভাসে ভাঙা ঘাসী নাওয়ের গলুই/ উজান গাঙের জলহীন স্রোত ঠেলে আজ আমি কোন আগামীর দিকে/ তাকিয়ে বলবো, কত সায়র সময় পার হলে মানুষ/ মানুষ হবে? পাবে নিমশ্বাস হবে বিচিত্র সবুজ।”[১১]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 164 - 169
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নগরায়ন, কৃষিব্যবস্থার উন্নয়ন, বাসস্থান, শিল্পস্থাপন প্রভৃতির জন্য প্রয়োজনীয় জমির চাহিদা বনভূমি ধ্বংসের প্রকৃয়াকে বাড়িয়ে তুলেছে। কবি শামীম রেজা পরিবেশের এই অবক্ষয় দেখে চমকে উঠেন। প্রতিকার খোঁজেন। গাছ বাঁচানোর মরিয়া তাগিত হয়ে ওঠে অসামান্য এক-একটি কবিতা -

> "প্রিয় বটগাছটা ঝিমুচ্ছে, ঘুঘুপাখির বাসা থেইকা/ এখন আর ডিম চুরি কইরা কেউ একই জায়গায় রাইখা/ আসে না; কারণ পাখি নাই, বাসা বাঁধে না এ মরা গাছে,/ ...বটগাছটাও মরতে বসেছে, দীঘিটা ভইরা ফেলছে সেই কবে, এসব/ প্রশ্ন কোনদিন কি আর প্রকাশিত হবে?"[১২]

কবি শামীমের মতোই গাছের প্রতি গভীর মমতায় কবি শৈলেশ্বর ঘোষ লিখেছেন –

> "কাঠচোরের দল প্রতিটি বৃক্ষের কান্না দিয়ে ভরে তুলেছে বনানী।"[১৩]

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন -

> "মানুষ সুরক্ষা করে গুদোমে-গলায়/ধান চাল ও সুকীর্তি, ব্যাংকে টাকাসিকি।/গাছের শিকড়ে শুধু মাটি লেগে থাকে,/ ক্ষুরে ও থাবায় থাকে লেগে জলঘাস-/ বাঘের মস্তিষ্কে কোনো হরিণীর স্মৃতি। আর কিছু নয়, ওরা চায় না মুনাফা/কেনা-বেচা বলে নেই ওদের বাজারে,/ দোকানে ভেজাল নেই খাদ্যাখাদ্যে কোনো,/ ওরা মানুষের থেকে বড়ো হয়ে আছে। ঝর্নায় জঙ্গলে।/ না, কোনো শহরে নয়, ঝর্নায় জঙ্গলে/ ওরা মানুষের থেকে বড়ো হয়ে আছে।।"[১৪]

কবি রফিক আজাদ লিখেছেন -

> "সামান্য কলার পাতা- সে-ও খুব টানে মায়া হয়;/ বৃষ্টিভেজা কচি কলাপাতা বুকে ধরতে ইচ্ছে করে;/ সন্তানদের মুখের মণ্ডল ব'লে ভ্রম হয় এই গাছপালা-/ কোনোই আকাঙ্খা নেই আর— অন্তিম প্রার্থনা এই:/ গাছপালাদের হাত ধরে বেড়ে উঠবে আমার সন্তান।।"[১৫]

প্রতারক মানুষের হাতে প্রিয় নিম গাছেদের মৃত্যু দেখে কবি শামীম লেখেন -

> "কী কমু মুই, চাইয়া দেহি নিমের গাছ কাইটা সবাই বাঁচায় পরিবেশ।"[১৬]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য -

> "জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফ এও) 'স্টেট অব দ্য ওয়ার্ল্ডস ফরেস্ট – ২০১৬' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে বলেছে, ২৫ বছরে বাংলাদেশের ৬৫ হাজার হেক্টর বনভূমি কমেছে। এর মধ্যে ২০১০-১৫ পাঁচ বছরেই কমেছে ১১ লাখ ৪৫ হাজার হেক্টর। বিশ্বের ২০০ টি দেশের মধ্যে ১৭ টি দেশের কৃষিজমি ও বনভূমি দুই-ই কমেছে। এর মধ্যে বাংলাদেশের নাম শীর্ষে রয়েছে।"[১৭]

Reference:

১. রেজা, শামীম, *কবিতা সংগ্রহ-১*, ব্রহ্মাণ্ডের ইসকুল, চৈতন্য, সিলেট, একুশে বইমেলা-২০১৮, পৃ. ১৬৮
২. তদেব, পৃ. ১৪৭
৩. তদেব, *দেবতা এক মুখোশের নাম*, এক সংখ্যক কবিতা, পৃ. ১৩৩
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *গল্পগুচ্ছ*, বলাই, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, শ্রাবণ ১৩৮৯, পৃ. ৭৬৮
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *ছিন্নপত্রাবলী*, ৭৪ সংখ্যক পত্র, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পৃ. ১১৫

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 164 - 169
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৬. রেজা, শামীম, *কবিতা সংগ্রহ-১, কিশোরী ও আমরা কতিপয় জীবাশ্ম, নালন্দা দূর বিশ্বের মেয়ে,* চৈতন্য, সিলেট, একুশে বইমেলা-২০১৮, পৃ. ৭৩

৭. তদেব, ব্রহ্মাণ্ডের ইসকুল, পৃ. ১৫২

৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *পল্লীপ্রকৃতি,* রবীন্দ্র রচনাবলী এয়োদশ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৬৮, পৃ. ৫৩১

৯. রেজা, শামীম, *কবিতা সংগ্রহ-১, বিশ্বস্ত আঁধার ও প্রতারক আলো, পাথরচিত্রে নদীকথা,* চৈতন্য, সিলেট, একুশে বইমেলা-২০১৮, পৃ. ৩১

১০. তদেব, *ওসালিয়া,* আদিপূর্ব, পৃ. ২৯

১১. তদেব, *মানুষ ও নিমশ্বাস, পাথরচিত্রে নদীকথা,* পৃ. ৩৯

১২. তদেব, *সাতচল্লিশ সংখ্যক কবিতা, যখন রাত্রির নাইমা আসে সুবর্ণনগরে,* পৃ. ১২৫

১৩. ঘোষ, শৈলেশ্বর, *শ্রেষ্ঠ কবিতা, বিস্ফোরণ,* দে'জ, কলকাতা-৭৩, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ২৪১

১৪. সেনগুপ্ত, সমীর সম্পা, *শক্তি চট্টোপাধ্যায়,* সমীর সেনগুপ্ত, *ওরা মানুষের থেকে বড়ো হয়ে আছে,* বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, কলকাতা-১২, পৃ. ১০৯

১৫. আজাদ, রফিক, *কবিতাসমগ্র, অন্তিম প্রার্থনা, ক্ষমা করো বহমান হে উদার অমেয় বাতাস (১৯৯২),* অনন্যা, ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, মার্চ ২০১৬, পৃ. ৩৫১

১৬. রেজা, শামীম, *কবিতা সংগ্রহ-১, বিশ সংখ্যক কবিতা, যখন রাত্রির নাইমা আসে সুবর্ণনগরে,* চৈতন্য, সিলেট, একুশে বইমেলা ২০১৮, পৃ. ১০৫

১৭. তৈয়্যব, ফয়েজ আহমদ, *বাংলাদেশের পানি, পরিবেশ ও বর্জ্য, বনভূমি কমছে আশঙ্কাজনক হারে,* আদর্শ, ঢাকা ১১০০, ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩, পৃ. ৩৪

Bibliography:

চট্টোপাধ্যায়, ড. অনীশ; *পারবেশ,* টি.ডি. পাবলিকেশন, কলকাতা-৭৩, আগস্ট ২০০৭

ভূমিস্বর্গের কবি : শামীম রেজার ৫০ বছর উদ্‌যাপন স্মারক গ্রন্থ, কথাপ্রকাশ, ঢাক ১১০০, ৮ মার্চ ২০২১

গঙ্গোপাধ্যায়, রিনি সম্পা.; *বাংলা কবিতা ও পরিবেশ ভাবনা,* ইতিকথা, কলকাতা ১২, জুন ২০২৪